সালাতেররাকা‘আত : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

অনুবাদ: ড. মো: আবদুল কাদের

2011 - 1432

صلاة التراويح: أصلها وعدد ركعاتها

« باللغة البنغالية »

أبو بكر محمد زكريا

ترجمة: د. محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

সালাতেররাকা ‘আত : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভূমিকা

শরী ‘আতের মূল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন। আর নবীর যুগই হলো শরী ‘আতের যুগ। কেননা আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]

‘‘তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক’’।[1]

এছাড়াও অন্যত্র এসেছে -

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]

‘‘তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ ’’।[2] নবীর যুগের সাথে শরী ‘আতের মূল উৎস হিসেবে খুলাফায়ে রাশেদার যুগও সংশ্লিষ্ট। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

---

[1] সূরা আল-হাশর : ৭

[2] সূরা আল আহযার : ২১

3

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين من بعدي»

‘‘তোমরা রাসূলের সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে ধারণ কর ’’।[3]

যদিও রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট , তবুও এটি সাধারণভাবে কিয়ামুল লাইল বা রাত্রি জাগরনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণভাবে রাত্রি জাগরণ ও বিশেষ করে রমযা তারাবীহ্ সম্পর্কে অনেক দলীল রয়েছে। রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়া সম্পর্কে এসেছে —

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ﴾ [الإسراء: 79]

‘‘আর রাত্রের কিছু অংশ অতিরিক্ত হিসেবে তাহাজ্জুদ পড়ুন ’’।

আরও বলা হয়েছে,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [المزمل:1- 2]

‘‘হে বস্ত্রাবৃত , দাঁড়ান রাত্রের কিয়দাংশ। ’’

আর নির্দিষ্ট করে রমযানে রাত্রি জাগরণ মূলত যদিও সাধারণ কিয়ামুল লাইলের চেয়ে সময়ের দিক থেকে নির্দিষ্ট , তবে তা নির্দেশ প্রদানের দিক থেকে ‘আম। কেননা, এ ব্যাপারে

---

[3] ঈমাম বুখারী , জামে সহীহ্ (রিয়াদ , দারুসসালাম , ১৯৮৫ খ্রি :) হাদীস নং ৩৭ ; ইমাম মুসলিম , সহীহ বৈরুত : দারু এহইয়াউততুরাছিল আরাবী) তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী , হাদীস নং ৭৫৯।

4

বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অনেক সওয়াব রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

»من ق?ام رمض?ان إيمانًا واحتس?ابًا غفر له ما تق?دم من ذنبه«

‘‘যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে রোজা পালন করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়’’

4।

এ-কথা সুস্পষ্ট যে, শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত এর রাকা‘আত সংখ্যা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে অনেক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে; এমনকি অনেকে মতবিরোধের ক্ষেত্রে শরী‘আতের সীমালংঘন করেছে। প্রত্যেক দল তাদের মতের ব্যাপারে হয়েছে অবিচল ও অন্ধ; কেউই হক ও সঠিক বিষয় উপলব্ধি করতে চায় না। তাই বিষয়টি বিভিন্ন দলীল-প্রমানাদির সাহায্যে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনবোধ করছি, যেন বিষয়টির একটি সমাধান করা সম্ভব হয়।

তারাবীহ্ এর অর্থ ও নামকরণের তাৎপর্য

‘তারাবীহ্’ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ‘তারওয়ীহাতুন’ ‘‘? ترويحة ‘‘ মূলে শব্দটি

4 বুখারী, জামে সহীহ (রিয়াদ দারুস সালাম,১৯৮৫ খী.) হাদীস নং(৩৭);ইমাম মুসলিম,সহীহ (বৈরুত,দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী)তাহকীক:মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, নং(৭৫৯)।
5

মাসদার।

5 কেউ কেউ বলে মূলত: তারবীহা? ترويحة
বৈঠক বা বসাকে বুঝায়।

6

ইবনুল আসীর বলেন,? راويح?ت শব্দটি ترويحة এর বহুবচন। আর এটি راحة থেকে تفعيلة ওযনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন? تسليمة শব্দটি سالم থেকে এসেছে।

7

পরিভাষায়, এটি এমন এক সালাত যা রমযান মাসে ইশার সালাতের পর পড়া হয়।

8

অথবা বলা হয়: রমযান মাসে দু’ দু’ রাকা‘আত সালাত আদায় করা, যার রাকা‘আত সংখ্যা সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে এবং অন্যান্য মাসআলা সম্পর্কেও।

9

একে তারাবীহ্ বলা হয়, যেহেতু এর দ্বারা শান্তি বা প্রশান্তি চাওয়া হয়। কেননা চার

5 কসেম ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আমীর আলী আল কুনুনী,
আনিসুল ফুকাহা ফী তা’রিফাতিল আলফামিল মুতাদাওয়ালাহ বাইনাল ফুকাহা (জিদ্দা: দারুল ওফা, প্রথম সংস্করণ ১৪০৬) তাহকীক: ড. আহমদ ইবন্ আবদুর রাজ্জাক আল কাবীসী, পৃ. ১০৭।
6 প্রাগুক্ত পৃ. ১০৭।
7 আবু সা’আদাত মুবারক ইবন্ মুহাম্মদ আল জাযরী, আন
নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল ‘আছার’, বৈরুত: আল মাকতাবুল ইলমিয়াহ, ১৩৯৯ হিজরী, ১৯৭৯ খ্রি.) তাহকীক: তাহের আহমদ আযযাওয়ী, মাহমুদ মুহাম্মদ আত্ তানাহী (২/৬৫৮) আয্-যাবীদী, তাজুল উরুস (বেনগাজী: দারু লিবিয়া, তা. বি) খ.১ পৃ.১৬০৪।
8 সা‘দী আবু যাইব, আল কামুসূল ফিকহী (বৈরুত; দারুল
ফিকর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৮ হি. ঈৃ. ১৫৫।
9 আল মাওসুয়াতিল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা (কুয়েত:
ওযারাতুশ শুইনিল ইসলামীয়্যাহ ওয়াল আওকাফ) মাদ্দাহ: التراويح صالة২৭ খণ্ড, পৃ. ১০২।
6

□□□□‘□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□[10] □□□□□ □□□□□□□□□ □□’ □□□□‘□□ □□□[11] □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□— □□□□□□□□□□ □□□□□□ راحة □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□, □□ ترويحة□□□ □□□□□‘□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□‘□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□[12] □□□□ □□□□ □□□□□, □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□‘□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □[13]

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ , □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

‘□□□□□□□□□ □□ □□□□□□’, ‘□□□□□□□□ □□□□□□’, ‘□□□□□□□□ □□□□□□’, ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□’ □□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

[10] □□□□□□□ □□□□□□□, □□. □□□□□.

[11] □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□, □. □□, □□. □□□□

[12] □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□, □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,) □□. □□□□□

[13] □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□,(□□/□□□□)□

□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□,

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ (□□ □□□□□□□ □□□) □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□-□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ (□□ □□□□□□□ □□□) □□□□□□ □□□□□ □□□ □□:□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□□□□ □□□) □□□, □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□, □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□! □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□?[14] □□□ □□□□ □□□□□,

«إن الرجل إذا قـام مع الإمـام حـتى ينصـرف كتب له قيام ليلة»

‘‘□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□’’□[15]

[14] □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□

[15] □□□□ □□□□, □□□□□□, (□□□□□: □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□)

[illegible] فلاح ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible]

[illegible][16], “ [illegible]

[illegible]; [illegible] [illegible], (د/[illegible])

[16] [illegible] ([illegible]: [illegible] [illegible]: [illegible]) (د/[illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

«والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»

[illegible][17] [illegible]

[17] [illegible]

এসব সালাত সব এক। এখানে শুধুমাত্র শেষ রাত্রে জাগ্রত থাকাকে প্রথম রাতের চেয়ে অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

র সালাতের বিধান

এর সালাত সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। আর এটি হানাফীগণ,

18হাম্বলীগণ,

19শাফেয়ীগণ,

20কতিপয়
মালেকীর

21 নিকট সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।
নারী -পুরষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুন্নাত। আর এটা প্রকাশ্য দ্বীনের নিদর্শন।

22

18

. আল কাসানী, বাদায়েউস- সানায়ে‘ ফী তারতীবিশ শারায়ে‘ (বৈরুত: দারুল মারিফাহ) (১/৬২৩)।
19

. মুয়াফফিক উদ্দিন ইবন কুদামাহ, আল মুগনী (কায়রো, দারুল হিজর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১২ হি.) তাহকীক: আব্দুল্লাহ ইবন আবদুল মুহসিন তুর্কী ও আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ আল হালু (২/৬০১)।
20

. ড. ওহাবাতুল যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (মিশর: দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হি.) (২/৬৪,৬৫)।
21

. আবুল ওলীদ মুহম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহম্মদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ আল কুরতুবী, আল- আন্দালুসী আশ-শাহীর ইবন আল-হাফীদ, বিদায়াতুল মুজতাহেদ ওয়া নেহায়েতুল মুকতাসিদ (মিশর, দারুস-সালাম, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬ হি.) তাহকীক: ড. আব্দুল্লাহ আল-আবাদী (১/৪৭৩)।
22

.আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল-কুয়েতিয়্যাহ (২৭/১০৩)।
11

রমযানে কিয়ামুল লাইলের রাকা‘আত সংখ্যা

সালফে সালেহীন রমযান মাসে কিয়ামুল লাইলে ও বিতর সালাতের রাকা‘আত সংখ্যা সর্ম্পকে বিভিন্ন মতভেদ করেছেন। যেমন:

প্রথমত: তারাবীহ্ এর রাকা‘আত সংখ্যা আট। আর এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও কতিপয় প্রখ্যাত ফকীহদের মত।

দ্বিতীয়ত: এর সালাত বিশ রাকা‘আত। এ মতের প্রবক্তা হলেন ঈমাম শাফেয়ী, আবু হানিফা ও আহমদ রাহেমাহুমুল্লাহ্।

23

তৃতীয়ত: এর সালাত ছত্রিশ রাকা‘আত, এটি ইমাম মালেক (রহঃ) এর মত।

24

প্রথম মতের দলীলঃ

23

. দেখুন, ইবন কুদামাহ আল মুগনী গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন, (২/৬০৪)।
24

. দেখুন, প্রাগুক্ত।
12

[illegible] [illegible] [illegible] [

৩. রাতের সালাত সংক্রান্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাত্রে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকা‘আত সালাত পড়তেন। এ বিষয়টি আরও শক্তিশালী হয়েছে বদরুদ্দীন ‘আইনী (রহ.) এর বর্ণনায়: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য যে, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এমন প্রচেষ্টা চালাতেন যা তিনি অন্য সময় করতেন না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংখ্যা বাড়ানো ব্যতীত রাকা‘আত, সিজদা, কিয়াম, বৈঠক প্রভৃতির দীর্ঘতা। অত:পর ‘আইনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের রাকা‘আত সংখ্যা সাব্যস্ত করতে সাহাবাদের নিকট হতে অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেসব বর্ণনা হতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি আট রাকা‘আতের বেশী সালাত পড়তেন না, তবে বিতিরের রাকা‘আতে ইচ্ছামাফিক কম বেশী করতেন।

27 এজন্য ইবনুল

26 সুলাইমান ইবন আইয়াব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আর-রাওযুদ-দানী, আল-মু‘জামু সাগীর, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ওমান, দারু ওমান, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি.), তাহকীক: মুহম্মদ শাকুর মাহমুদ আল-হাজ্ব আমরীর (১/১৯০), তার সনদ যেরূপ বলেছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আয-যাহাবী, মীযানুল ‘ইতেদাল ফী নাকদির রিযাল, তাহকীক: আলী মুহাম্মদ আল-বাজাওয়ী, (বৈরুত: দারুল মা‘রিফাহ) (৩/৩১১)।
27

. আল-‘আইনী, বদরুদ্দীন আহমাদ: উমদাতুল কারী শারহে সহীহুল বুখারী,(বৈরুত: দারুল ফিকর) (৭/২০৪)।
14

হুমাম

28 বলেছেন, আট রাকা‘আত সুন্নাত, আর অবশিষ্টগুলো মুস্তাহাব।

29

৪. ইমাম মালেক (রহ:) মুহাম্মদ ইবন্ ইউসুফ হতে, তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইবন কা‘ব ও তামীম আদ- দারী কে লোকজন সাথে নিয়ে এগার রাকা’আত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সালাতে কারী মি’ঈন সূরাসমূহ

30

তেলাওয়াত করত, আর আমরা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকায় লাঠিতে ভর করতাম। আর আমরা বিরত হতাম না ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।

আলোচ্য বর্ণনাটি মালেক (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ ‘‘মুয়াত্তা’’ তে বর্ণনা করেছেন, আর তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মদ আদ দারাওয়ারদী সাঈদ ইবন মানছুরের নিকট এবং ইয়াহইয়া ইবন সাইদ আল কাত্তান আবু বকর ইবন আবি শাইবার নিকট। আর তাদের উভয়ে একই সূত্র তথা মুহাম্মদ ইবন

28 মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহেদ, আল কামাল ইবনুল হুম্মাম: শরহে ফাতহুল কাদীর (বৈরুত: লেবানন, দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী) (১/৩৩৪)।
29

. জেনে রাখা দরকার, নিশ্চয় মুস্তাহাব শরী‘আতের হুকুম। আমাদের জানা নেই মুস্তাহাব হওয়ার বিধানটি কোত্থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। খুব সম্ভব তিনি পরবর্তীতে উল্লেখিত যঈফ হাদীস থেকে এ বিধান গ্রহণ করেছেন।
30

. অর্থাৎ এক শ আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ। দেখুন: শারহুন নববী ‘আলা মুসলিম, (দারু ইহয়া’ইত তুরাছ, বৈরূত, ১৩৯২ হি.) (৬/১০৭)।
15

ইউছুফ হতে বর্ণনা করেন। আর তিনি বলেন, এগার রাকা‘আত।

31

শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন, অনুরূপভাবে মালেক (রহ.) এর বর্ণনা মোতাবেক বর্ণনা করেছেন ইসমাইল ইবন উমাইয়্যাহ, উসামা ইবন যায়েদ, মুহাম্মদ উবন ইসহাক। যা নিশাপুরীর বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইসমাঈল ইবন জা‘ফর আল মাদানী ইবন খুযাইমার নিকট, সকল বর্ণনা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের সাথে সংশ্লিষ্ট রযেছে।

32

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে যা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে তা বিশুদ্ধতার শীর্ষে অবস্থান করছে। আর তাতেও এগার রাকা‘আতের বর্ণনা এসেছে।

দ্বিতীয় মতের দলীলঃ

এ মতের প্রবক্তাগণ মারফু‘ হাদীস ও সাহাবাদের ‘আছার’ দিয়ে দলীল দিয়েছেন। যেমন:

হাদীসে মারফু:

ইবন আবি শাইবা তার মুসান্নাফে

33 উল্লেখ
করেছেন, আর তাবারানী তার মু‘জামে কাবীরে

34
,

31

. দেখুন, নিমাওয়াই যা উল্লেখ করেছেন তাঁর আছারুস-সুনান গ্রন্থে, (মুসাওয়ারাহ, তা.বি পৃ. ২৫০)
32

. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, রিসালাতু সালাতুত তারাবীহ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা‘আরেফ লিন -নাশারে ওয়াত তাওযী‘, প্রথম সংস্করণ ১৪২১, পৃ. ৫৩।
33

. দারুত-তাজ, তাকদীম ওয়া যবত, কামাল ইউসুফ আল-হুত, প্রথম সংস্করণ ১৪০৯ হি.(বৈরুত: লেবানন) (২/৩৯৪)।
34

. সুলাইমান ইবন আইয়াব আবুল কাসিম আত-তিবরানী, আল-মু‘জামুল-কাবীর (মু‘সেল, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল 16

সাগীরে,

35 তার থেকে বায়হাকী তার সুনানে কুবরাতে,

36 আবদ ইবন হুমাইদ ‘‘মুন্তাখাবে’’

37

— সকলেই ইবরাহিম ইবন উসমান আবু শাইবা থেকে তিনি আল-হিকাম হতে, তিনি মুকসিম হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে বিশ রাকা‘আত তারাবিহর সালাত ও বিতরের সালাত আদায় করতেন।

যাইলা‘ঈ বলেন, বর্ণনাটি ইমাম আবু বকর ইবন আবু শাইবার দাদা আবু শাইবা ইবরাহিম ইবন উসমানের কারণে মা‘লূল বা ত্রুটিযুক্ত। তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত। এছাড়াও তার বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপরীত যা আবু সালমাহ ইবন আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাঁর (পূর্বোল্লেখিত) হাদীস বর্ণনা করেন।

38

হেকাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৪ হি. ১৯৮৩ খী্.) তাহকীক: হামদ ইবন আবদুল মাজীদ আস-সালাফী, ১১/৩৯৩) 35 (১/৪৪৪) দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/১৭২)।
36 মুসনাদু আবদ ইবন হামীদ ইবন্ নাসর আবু মুহাম্মদ আল কিসী, (২/৪৯৬)।
37 আবদ ইবন হামীদ ইবন নসর আবু মুহাম্মদ আল কিসী, আল মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ, মাকতাবাতুস সুন্নাহ (কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮-১৯৮৮ খ্রি.) তাহকীক: সুবহী আল বাদরী আস্ সামরাই, মাহমুদ মুহাম্মদ খলীল আস-সাঈদী, পৃ. (২১৮)।
38

. আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আবু মুহাম্মদ আল-হানাফী আয-যাইলী, নাসবুর রায়িয়া ফী তাখরীজে আহাদিসিল হিদায়াহ, (দারুল হাদীস, মিশর, ১৩৫৭ হি.) তাহকীক: মুহাম্মদ ইউসুফ বিন -নূরী (৩/১৭২)।
17

[illegible][39] [illegible][40]

[illegible] (illegible) [illegible]:

[illegible][41] [illegible]

[39]. [illegible], [illegible] (D/[illegible]) [illegible], [illegible] (D/[illegible]), [illegible] [illegible] (D/[illegible]).

[40]. [illegible] [illegible] (D/[illegible]).

[41]. [illegible] [illegible] (D/[illegible]).

সূরাগুলো তেলাওয়াত করত এবং ফজর উদিত হলে সবাইকে ছেড়ে দিত।

এই বর্ণনাটি আবদুর রাযযাকের একক বর্ণনা। তিনি দাউদ ইবন কায়স্ হতে, তিনি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুর রাযযাক এ বর্ণনায় মুখতালেত। মুখতালাত বর্ণনাকারীর হুকুম হলো, ইখতেলাতের পূর্বে যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে তা গ্রহণ করা। ইখতেলাতের পরে যাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের বর্ণনা নেয়া যাবে না। অথবা বিষয়টি জটিল, ফলে ইখতেলাতের আগে বা পরে তা জানা যায় না। এখানে আব্দুর রাযযাকের মাস‘আলাটি তৃতীয় পর্যায়ের। বিশেষ করে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের যখন বিপরীত বর্ণনা করছে। কেননা আব্দুর রাযযাক এ বর্ণনাটি ইখতেলাতের পূর্বে না পরে বর্ণনা করেছেন সেটা জানা যায় না। অত:পর এ বর্ণনাটি মালেক (রহ:) মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর সেখানেও এগার রাকা‘আতের বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং তার থেকে আব্দুর রাযযাকের বর্ণনা দাউদ ইবন কায়স হতে, আর তিনি মুহাম্মদ ইবন্ ইউসুফ হতে’’ এগার রাকা‘আতের বর্ণনা সুস্পষ্ট হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে প্রথমোক্ত বর্ণনাটি সহীহ। কেননা আব্দুর রাযযাক মুখতালেত, আর তিনি বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবন্ কায়স থেকে সেটি গ্রহণযোগ্য। (যখন ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়) তিনি বর্ণনা

করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ থেকে। অথচ দাউদ ইবন কায়সের কোন ধারাবাহিকতা নেই। এ হিসেবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আবদুর রাযযাকের বর্ণিত ‘আছার’ কে মুনকার বলা সহীহ। যেহেতু আবদুর রাযযাক ও দাউদ ইবন কায়সের মধ্যে কে অধিক নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে মালেক (রহঃ) মতবিরোধ করেছেন।

২. মুহাম্মদ ইবন নসর আল মারওয়াযী রাত্রি জাগরণ বা কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বর্ণনা করেন

42

, ইমাম বায়হাকী সুনানুল কুবরা গ্রন্থে ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ হতে এবং তিনি সায়েব ইবন্ ইয়াযিদ হতে এবং তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাত্রের সালাত বিশ রাকা‘আত।

43

এ বর্ণনায় ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ একক বর্ণনাকারী তিনি সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে এবং তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে। আর এটি তারা যা বর্ণনা করেছেন সেটি নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে বিপরীতমুখী বর্ণনা রয়েছে। অত:এব বিরোধিতার কারণে বর্ণনায় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আহমদ (রহঃ) ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মুনকারুল হাদীস।

44 হাফেয
ইবন হাজর আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন: ‘মুনকারুল হাদীস’ এ শব্দটি ইমাম আহমদ ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করেছেন, যিনি হাদীসের সাথে খুব সীমিতভাবে

42

. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
43

. প্রাগুক্ত, (২/৪৯৬)।
44

. মীযানুল ই‘তিদাল, (৪/৪৩০)।
20

[redacted]

[redacted][45]

[redacted][46]

[redacted]:

[redacted]:

[redacted]:

[redacted]:

[45] [redacted]

[46]. [redacted]

বর্ণনা। আর আলিমগণ ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহকে যঈফ বলেননি। বরং তারা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৩- ইমাম মালেক (রহ) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন;

47 ইয়াযিদ ইবন রুমান হতে
বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে মানুষ তেইশ রাকা‘আত সালাত আদায় করত। আলোচ্য বর্ণনাটি মুনকাতি‘ বা বিচ্ছিন্ন সনদে; কেননা ইয়াযিদ ইবন রুমান ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি।

48

৪- ইবন আবু শাইবাহ ওকী‘ হতে, তিনি মালেক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘ওমর ইবনুল খাত্তাব এক ব্যক্তিকে বিশ রাকা‘আত সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

49 এ
বর্ণনাটিও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা, কেননা ইয়াহইয়া ইবন সাইদ ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি। ইবন মাদিনী বলেন: আমার জানা নেই তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী থেকে শুনেছেন কি না।

50

47

. মালেক, মুয়াত্তা, (১/১১৫)।
48

. দেখুন,ইমাম যাইলীঈ, নাসবুর রায়িয়াহ, (২/১৫৪); উমদাতুল কারী, আঈনী (১১/১২৬)।
49

. মুসান্নাফে ইবন আবি শাইবা, (২/৩৯৩)। (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪০৪-১৯৮৪ খী.) (১১/২২৩)।
50

. আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪০৪-১৯৮৪ খী.) (১১/২২৩)।
22

দ্বিতীয় ‘আছার’: উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত:

৫- ইবন আবি শাইবাহ আব্দুল আযীয ইবন রুফাঈ‘ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রমযান মাসে মদিনাতে উবাই ইবন কা‘ব বিশ বাকা‘আত সালাত আদায় করতেন এবং তিন রাকা‘আত বিতির পড়তেন।

51

এ বর্ণনাটিও মুনকাতি‘ বা বিচ্ছিন্ন। কেননা আব্দুল আযীয উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৯ হিজরীতে অথবা ৩২ হিজরীতে মারা গিয়েছেন, আর আব্দুল আযীয মারা গেছে ১৩০ হিজরীতে। তার জীবনীতে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে তিনি উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি শুধুমাত্র ছোট সাহাবী ও বড় বড় তাবেঈন থেকে বর্ণনা করেছেন।

52

তৃতীয় ‘আছার’: ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত:

৬- মুহাম্মদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী হতে কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আ‘মাশ বলেন, ইবন মাসউদ বিশ রাকা‘আত পড়তেন এবং তিন রাকা‘আত বিতির সালাত পড়তেন।

53

51

. ইবন আবি শাইবা, মুসান্নাফ (২/৩৯৩)।
52 আহমদ ইবন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (হলব, দারুর রাশীদ, সিরিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১১ হি.) অনুবাদ নং (৪০৯৫) এ হিসেবে একে চর্তুথ সংস্করণ হিসেবে গণ্য করা হয়।
53

. দেখুন, মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৮।
23

[redacted][54]

[redacted]:

[redacted]

[redacted][55]

[redacted][56]

[redacted]

[54]. [redacted], (د/[redacted])؛
[55]. [redacted], (د/[redacted])؛
[56]. [redacted]، (د/[redacted]) [redacted]

এ বর্ণনাটি দুর্বল বা যঈফ। কেননা, এখানে হাম্মাদ ইবন শু‘য়াঈব দুর্বল রাবী।

57

৯- ইমাম বায়হাকী আরও বলেন,

58 আমাদের নিকট
শাতীর ইবন শাকল বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি রমযান মাসে বিশ রাকা‘আত তারাবীহ্ ও তিন রাকা‘আত বিতিরের ইমামতি করতেন।

পঞ্চম ‘আছার’: সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত:

১০- বায়হাকী হতে বর্ণিত তিনি তার সনদে বলেন

59

, আমার নিকট আবু যাকারিয়া ইবন আবু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন, তার নিকট আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব বর্ণনা করেছেন, তাকে জা‘ফর ইবন আউন, এবং তাকে আবুল খুসাইব এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, রমযান মাসে সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন এবং তিনি পাঁচ বিশ্রামে বিশ রাকা‘আত সালাত আদায় করতেন।

57

. ইবন মঈন ও অন্যান্যরা এটাকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: আব্দুর রহমান ইবন আবি হাতেম মুহম্মাদ ইবন ইদ্রিস আবু মুহম্মদ আর-রাযী আত-তামীমী,আল-জারহা ওয়াত তা‘দীল,(বৈরুত: দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, প্রথম সংস্করণ ১৯৫২ খী.)১/১/১৪২); ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর (বৈরুত: দারুল ফিকর) তাহকীক: আস-সাইয়্যেদ হাশেম নদভী (২/১/৫২).
58

. আস-সুনান আল-কুবরা,(২/৪৯৬)।
59

. প্রাগুক্ত।
25

এ হচ্ছে রমযানে কিয়ামুল লাইল হিসেবে বিশ রাকা‘আত সালাতকে সুস্পষ্ট প্রমাণ করার ক্ষেত্রে মৌলিক বর্ণনা। কিন্তু বর্ণানাকারীগণের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ মুনকার, আবার কারো বর্ণনা যঈফ, কেউ কেউ মুনকাতি‘, তবে অধিক সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা হওয়ায় বুঝা যায় যে, এ বর্ণনাটির একটি মৌলিকত্ব রয়েছে। আর এটাও জানা যায় যে, তাদের নিকট বিশ রাকা‘আত সালাত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

অতঃপর উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রদানকারীগণ আরও দলীল হিসেবে যেটি উপস্থাপন করেন তা হলো এ সকল ‘আছার’ এর অনুসরণে হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা-মদিনা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রাক‘আত তারাবীহ্ এর সালাত আদায় করে আসছেন।

60

তৃতীয় মতের দলীল :

উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদিনাবাসীগণ এমনটি করে থাকেন। অর্থাৎ তারা ছত্রিশ রাকা‘আত সালাত পড়েন। কারণ তারা জেনেছেন যে, মক্কাবাসীগণ প্রত্যেক বিশ্রামের সময় কা‘বার এক তাওয়াফ করে এবং দুই রাকা‘আত সালাত আদায় করেন। তবে পঞ্চমবার বিশ্রামের পর আর তাওয়াফ করা হয় না। ফলে মদিনাবাসীগণ তাদের অনুরুপ হতে প্রত্যেক তাওয়াফের স্থলে রাকা‘আত সালাত পড়তেন। এ হিসেবে তারাবীহ্‌

60

. আতীয়া মুহম্মদ সালেম, কিতাবুল মাতে‘, আত-তারাবীহ আকছার মিন আলফে আম মাকতাবাতুত দার, মদীনা মুনাওয়ারাহ।
26

এর সালাতের রাকা‘আতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছ‘ত্রিশ রাকা‘আতে।

61

মুহাম্মদ ইবন নসর দাউদ ইবন কায়সের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আবান ইবন উসমান ও ওমর ইবন আব্দুল আযীযের শাসনকালে মদিনায় মানুষদেরকে ছত্রিশ রাকা‘আত তারাবীহ্র সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তারা তিন রাকা‘আত বিতির পড়তেন।

62

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এটি অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।

আলোচ্য মাসআলায় অন্যান্য ব ক্তব্যসমূহঃ

এর রাকা‘আতের ব্যাপারে অধিক সংখ্যা যা বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, তারাবীহ্র সালাত এক চল্লিশ রাকা‘আত।

ইবন আবি শাইবাহ হাসান ইবন উবায়দিল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ আমাদের সাথে রমযান মাসে চল্লিশ ‘আত তারাবীহ্ এবং সাত রাকা‘আত বিতির সালাত পড়েছেন।

63

ইবন আব্দুল বার (রহ.) আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন চল্লিশ ‘আত তারাবীহ্ ও সাত রাকা‘আত বিতির।

64

61

. শারহুল মুহাযযাব (৩/৫২৭)।
62

. মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৪৯।
63

. মুসান্নাফ,ইবন আবি শাইবা, (২/১৬৩) নং ৭৬৮৭।
64

. আবু ওমর ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল বির আন নামিরী,আল ইস্তেযকার (বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,প্রথম সংস্করণ,১৪২১হি.-২০০০খী.)তাহকীক সালেম মুহাম্মদ আতা,মুহাম্মদ আল 27

□□□□‘ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□, □□□□ □□□□, □□□ □□□□□□□ (□□) □□□□□□□□ □□□□‘□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□[65]□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□‘□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ ‘□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ : □□□□□ □□ (□□□□□) □□□□‘□□□ □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□‘□□[66]□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ ‘□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□‘□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□ ‘□□□□□□□□ (□□.) □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□, “□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□ □□□ (□□.) □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ ‘□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□) □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□(□/□□)□

[65] .□□□□□□□□□□,

[66] □□□ □□□□□,□□□□□ □□□□,.□□□□□□□□□□,(□/□□□)□

ওয়াসাল্লাম এর সালাতের বর্ণনা সংক্রান্ত আয়েশা (রা.) এর হাদীসের অনুরূপ।

67

আলোচ্য মাস‘আলাটি ব্যাপক, আর আলিমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন, আর কঠোরতা আরওপ ব্যতীত মাস‘আলাটি বর্ণনা করেছেন। যেমন:

মালেক (রহ.) দাউদ ইবন হুসাইন থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তিনি আল ‘আরাজ কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন, রমযান মাসে মানুষকে কাফেরদের অভিসম্পাত দেয়া অবস্থায় পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, আট রাকা‘আতে ক্কারী সূরা বাকারাহ পাঠ করত। অত:পর যখন বার রাকা‘আত পড়তে যেতেন, তখন মানুষ মনে করত যে, (কিরাআত) হাল্কা করা হয়েছে।

68 এ বর্ণনা থেকে আমরা
জানতে পারি যে, নিশ্চয় তারা কখনো কখনো আট রাকা‘আত এর সালাত পড়তেন, আবার কখনো কখনো বার রাকা‘আত পড়তেন, আর এটি তাদের নিকট স্বাভাবিক ছিল।

ইমাম মালেক বলেন, ছত্রিশ রাকা‘আত বিষয়টি উপরোক্ত বিষয়ের উপর র্নিভর করে শত বছরের বেশী সময় ধরে চলে আসছে। আর এ বিষয়ে কোন সংর্কীণতা নেই।

69

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি মদিনাতে মানুষকে উনচল্লিশ রাকা‘আত এবং মক্কায় তেইশ রাকা‘আত পড়তে দেখেছি। এ থেকে এখানে আর কোন কিছু সংকীর্ণ নেই।

67

. ফতহুল বারী, (৪/২৯৯)।
68

. ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা (১/১১৫) নং (২৫৩); আব্দুর রাযযাক, আল- মুসান্নাফ (৪/২৬২) নং (৭৭৩৪)।
69

. ফতহুল বারী, (৪/২৫৩)।
29

[redacted][70]

[redacted] (Ф.), [redacted] (Ф.) [redacted]; [redacted] [redacted] [redacted]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, বর্ণনাগুলোর পারস্পরিক বৈপরিত্য ও সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে বলা যায়, রাকা‘আত সংখ্যা কম বা বেশী হতে পারে দন্ডায়মানের দীর্ঘতা ও স্বল্পতার উপর। তিনি বলেন, উত্তম হলো মুসল্লীদের সিদ্ধান্ত বা পারিপাশ্বিকতা যদি তাদের সময় দন্ডায়মান থেকে দশ রাকা‘আত তারাবীহ্ ও তিন রাকা‘আত বিতির সালাত আদায় করা সম্ভব হয় যেমনটি নবী করিম (স.) ও অন্যান্যরা রমযানে আদায় করেছেন, তবে সেটিই উত্তম। আর যদি মুসল্লীরা সেটা করতে সমর্থ না হয় তবে বিশ রাক‘আত পড়া উত্তম। আর এটির উপরই অধিকাংশ মুসলিম আমল করে থাকেন। কেননা বিশ সংখ্যাটি দশ ও চল্লিশ এর মাঝামাঝি। আর যদি কেউ চল্লিশ রাকা‘আত বা অন্য কিছু পড়ে তবে তাও জায়েয। এখানে মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। আর যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে রমযানে কিয়ামুল লাইলে রাকা‘আতের সংখ্যা নির্দিষ্ট, তাতে কম বেশী করা যাবে না, তাহলে তিনি ভুল করেছেন।

72

শাইখ আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন বলেন, শায়খুল ইসলামের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, নিশ্চয় কিয়ামুল লাইল সময়সীমার

72

. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন আবদুল হালীম ইবন আব্দুস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ মাজমুউল ফাতাওয়া, মুহাম্মদ মালেক ফাহাদ, আল মাসহাফ আশ-শরীফ সৌদি আরব: ওয়াযারাতুল শুয়ু‘নিল ইসলামিয়্যাহ ১৪১৬ হি. (২৩/১১৩)।
31

সাথে নির্দিষ্ট, রাকা‘আতের সংখ্যার সাথে নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাকা‘আত পড়তেন পাঁচ ঘন্টা সময় ধরে। মাঝেমাঝে সারা রাত ব্যাপী। এমন কি সেহেরীর সময় শেষ হয়ে যাবার আশংকা হয়ে যেত। আর এটি দন্ডায়মানের দীর্ঘতাকে বুঝায় যাতে এক রাকা‘আতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে। আর সাহাবায়ে কিরাম তা করতেন। কারণ, তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য লাঠির উপর ভর করতেন। অতঃপর যখন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা ও অন্যান্য রুকনগুলো তাদের নিকট কষ্টকর মনে হলো, তখন তারা সহজ করে নিলেন, তারা রাকা‘আতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন, শেষ পর্যন্ত সারা রাত অথবা রাতের অধিকাংশ সময় তারা সালাতে মশগুল থাকতেন।

এটা হলো সাহাবাগণের সুন্নাত, সহজ করে আরকান আদায় করার সাথে অধিক রাকা‘আত সালাত আদায় অথবা দীর্ঘ সময় রুকন আদায়ে ব্যয় করার পাশাপাশি কম সংখ্যক রাকা‘আত সালাত আদায় করা। তবে তাদের কেউ একে অপরের বিরোধিতা করেন নি। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সকলে এমন ইবাদত করতেন যাতে কবুল ও বহুগুণ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা যায়।

73

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলেন: মানুষের প্রয়োজন ও পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বর্ণনা ও সংখ্যার ভিন্নতা। ফলে

73

. ইবন জিবরীন, ফাতাওয়া আস-সিয়াম, (রিয়াদ: দারু ইবন খুযাইমাহ, ১৪২০ হি.) পৃ. ১৪২-১৪৪।
32

মাঝে মাঝে তারা এগারো রাকা‘আত পড়তেন। কখনো কখনো একুশ রাকা‘আত, মাঝে মধ্যে তেইশ রাকা‘আত, মানুষের শক্তি উদ্যমের ভিত্তিতে পড়া হতো। যখন তারা এগার রাকা‘আত পড়তেন. তখন তারা;দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কিরাত পড়তেন; এমনকি দীর্ঘ দাঁড়িয়ে থাকার সুবিধার্থে লাঠিতে ভর দিতেন। আর যখন তেইশ রাকা‘আত পড়তেন, তখন দাঁড়িয়ে থাকাটা সহজ করতেন, অর্থ্যাৎ কিরাআতকে ছোট করে পড়তেন। যাতে করে এটা মানুষের জন্য কষ্টকর না হয়।

তিনি আরও বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে সম্ভব যে, তা অবস্থার ভিন্নতার কারণে হয়ে থাকবে। আর সম্ভবত: এ মতবিরোধটি কিরাআত দীর্ঘ ও সহজ হওয়ার দিক থেকে হতে পারে। ফলে দীর্ঘ কিরাআতে রাকা‘আত সংখ্যা কমবে এবং সহজ কিরাআতে রাকা‘আত সংখ্যা বাড়বে।

74

শাইখ ইবন জিবরীন বলেন, সে যুগে তের রাকা‘আত এর সালাত আদায় করা হতো। আর তারা কিরাআত এমন দীর্ঘ করতেন যে, বার রাকা‘আতের মধ্যে তারা সূরা বাকারাহ শেষ করতেন, মাঝে মাঝে আট রাকা‘আতের মধ্যে। এ কারণে যে, নবী করীম (স.) এ সালাতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি। ফলে এ বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। যদি কেউ ইচ্ছা করে তবে রাকা‘আত সংখ্যা কম করে রুকনসমূহ দীর্ঘ করবে, আর ইচ্ছা করলে রাকা‘আতের সংখ্যা বাড়িয়ে রুকনসমূহ সহজ করতে পারে।

75

74

. ফতহুল বারী, (৪/২৯৮)।
75 ইবন জিবরীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।
33

শাইখ মুহাম্মদ ইবন সালেহ উসাইমিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: যখন কোনও ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবে, আর তিনি এগার রাকা‘আতের বেশী পড়ছেন, তখন ইমামের অনুসরণ করবে নাকি কিয়াম থেকে ফিরে আসবে? জবাবে তিনি বলেন, সুন্নাত হলো ইমামের অনুসরণ করা। কেননা যদি সে ইমামের সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ফিরে আসে, তবে তার কিয়ামুল লাইলের সওয়াব মিলবে না। কেননা এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»من قام مع اإلمام حتى ينصرف? كتب له قيام ليلة«

‘‘যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করে তার কিয়ামুল লাইল লিপিবদ্ধ করা হয়’’

কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কথা দ্বারা ইমামের অনুসরণ তথা বাকী সালাতেও ইমামের সাথে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়ার জন্য বলেছেন। আর যখন সাহাবীগণ (কোন কোন ফরয সালাতে) এক রাকা‘আত অতিরিক্ত করার পরও ইমামের অনুসরণ করেছিলেন, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আদায় করা যায় এমন সালাত আদায়ের সময়ে তাদের জন্য ইমামের অনুসরণে কি সমস্যা হবে?

সাহাবীগণ এক সালাতে শরয়ী বিধানে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার পরও তাদের ইমামের অনুসরণ করেছেন। আর এটি আমীরুল মু’মেনীন উসমান ইবন আফফান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হজ্বের সময় মিনাতে সালাত সম্পন্ন করতেন অর্থাৎ চার

রাকা‘আত পড়তেন। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রা.), ওমর (রা.) এমনকি ওসমান (রা.) এর প্রথম আট বছর এভাবে অতিবাহিত হলো যে, তারা সবাই দু’ রাকা‘আত পড়তেন। তারপর তিনি (উসমান) চার রাকা‘আত পড়েন। সাহাবাগণ তার এ মতটি অস্বীকার করলেন, তবুও তাকে অনুসরণ করে তারা চার রাকা‘আত সালাত পড়েন। যদি ইমামের অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়াই হয় সাহাবীদের প্রদর্শিত পথ, তবে আমরা যাদেরকে দেখি নবী (স.) যে এগার রাকা‘আত পড়তেন তা থেকে ইমাম বৃদ্ধি করে পড়লে তারা সালাতের মধ্যে ইমামের পিছন থেকে সরে পড়ে; যেমনটি আজকাল আমরা দেখি কতিপয় মানুষ ইমামের সালাত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে “এগার রাকা‘আতই শর‘য়ী হুকুম” এ অজুহাতে সরে পড়ে। আমরা বলব: শরী‘আতের দৃষ্টিতে ইমামের অনুসরণই অধিক ওয়াজিব।

78

শাইখ ইবন জিবরীন এরূপ মাস‘আলায় বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.) ইমামের সাথে সালাত আদায় করতেন, তিনি তার পিছন থেকে সরে যেতেন না।

79

ওয়াসাল্লাল্লাহু ‘আলা মুহাম্মাদ।

78

. ইবনলু উসাইমিন, প্রাগুক্ত, (১/১৯৪-১৯৬।
79

. ইবন জিবরীন, ফাতাওয়া আস-সিয়াম, পৃ. ১৪৪-১৪৫।
36